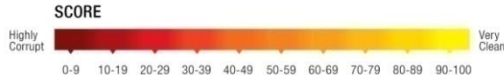
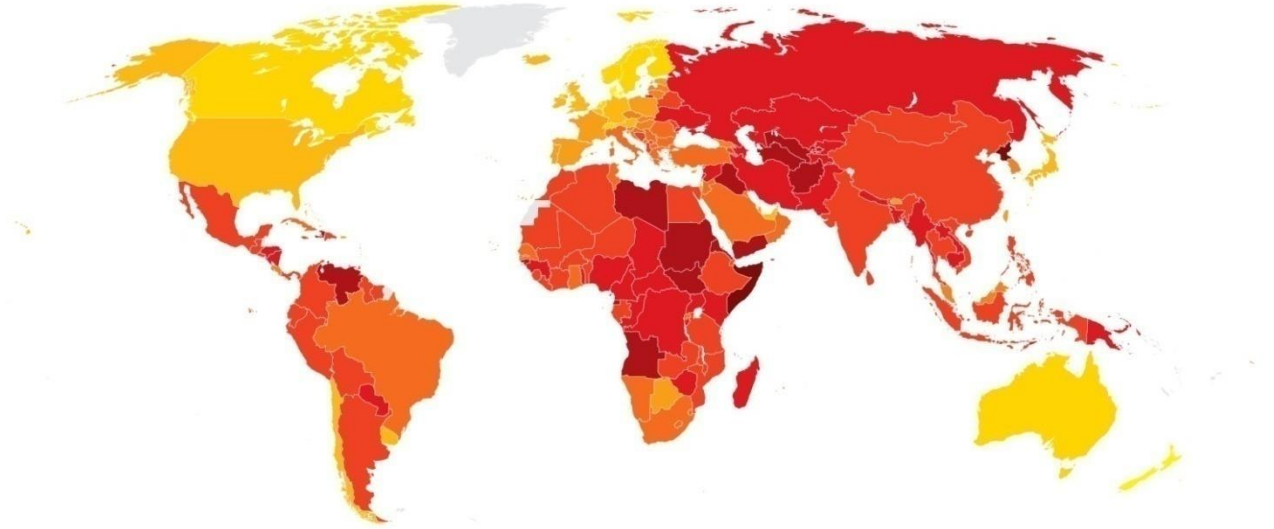




ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন



#cpi2014

www.transparency.org/cpi

© 2014 Transparency International. All rights reserved.

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক
ঢাকা, ৩ ডিসেম্বর ২০১৪

টিআই এর শীর্ষস্থানীয় কিছু গবেষণা

- বৈশ্বিক দুর্নীতির ব্যারোমিটার: দুর্নীতির বিষয়ে জনগণের ধারণা ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক জরিপ
- বৈশ্বিক দুর্নীতির প্রতিবেদন: বৈশ্বিক পর্যায়ে কোনো একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে দুর্নীতির পরিস্থিতি সম্পর্কে গবেষণাভিত্তিক বার্ষিক সমীক্ষা
- ঘুষ প্রদানকারীর সূচক: বিদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঘুষ প্রদানের প্রবণতা বিষয়ক সূচক
- বিভিন্ন সনদ ও কমপ্লায়েন্সের পর্যালোচনা
- দুর্নীতিবিরোধী টুলকিট: বিষয়ভিত্তিক খাতে দুর্নীতি প্রতিরোধক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নিরূপক (জাতীয় সততা ব্যবস্থা, সততার অঙ্গীকার ইত্যাদি)
- দুর্নীতির ধারণা সূচক: দুর্নীতির ধারণার মাপকাঠিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক অবস্থান নিরূপক বার্ষিক প্রতিবেদন

দুর্নীতির ধারণা সূচক: কী ও কেন?

- ১৯৯৫ সাল থেকে পরিচালিত (২০তম) সমন্বিত সূচক - রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতির ধারণার বিশ্লেষণ নির্ভর স্কোর ও অবস্থান নিরূপণ - জরিপের ওপর জরিপ
- দুর্নীতি হলো ক্ষমতার অপব্যবহার, একটি অবৈধ কর্মকাণ্ড যা সুনির্দিষ্ট কেলেক্টরি, তদন্ত বা বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্মোচিত হয়
- দুর্নীতির অভিযোগের সংখ্যা, অবৈধ লেনদেনের পরিমাণ, মামলার সংখ্যা বা সাজা প্রদানের হার ইত্যাদি ধরনের তথ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের দুর্নীতির তুলনামূলক চিত্রের পরিমাপ করা সম্ভব নয়
- ধারণা সূচক ছাড়া বিভিন্ন দেশের দুর্নীতির তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য অন্য কোনো পদ্ধতি নেই

উপাত্তের উৎস

আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত ১২টি প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক জরিপ
সিপিআই ২০১৪ এর জন্য ৭টি প্রতিষ্ঠান থেকে বাংলাদেশের জন্য
তথ্য সংগৃহীত হয়েছে -

১. বার্টেলসমান ফাউন্ডেশন ট্রান্সফরমেশন ইনডেক্স
২. ইকোনোমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের কান্ট্রি রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট
৩. গ্লোবাল ইনসাইটের কান্ট্রি রিস্ক রেটিং
৪. পলিটিক্যাল রিস্ক সার্ভিসেসের ইন্টারন্যাশনাল কান্ট্রি রিস্ক গাইড
৫. বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি পলিসি অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল অ্যাসেসমেন্ট
৬. ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরামের এক্সিকিউটিভ অপিনিয়ন সার্ভে
৭. ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রোজেক্টের রুল অব ল ইনডেক্স

কোন্ ধরনের তথ্য ব্যবহৃত হয়?

- সাধারণভাবে দুর্নীতি হচ্ছে - ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার
- স্বার্থের দ্বন্দ্ব
- প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক, মূলত উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি
- সরকারি কর্মকাণ্ডে, বিচারিক, নির্বাহী ক্ষেত্রে, আইন প্রয়োগ এবং কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে অবৈধ অর্থ লেনদেন
- সরকারের দুর্নীতিবিরোধী প্রয়াস এবং আইনের উর্ধ্বে থাকার প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে সাফল্য ও সক্ষমতা

গবেষণা পদ্ধতি

- ২০১৪ সালের সূচকের জন্য ফেব্রুয়ারি ২০১১ থেকে আগস্ট ২০১৪ পর্যন্ত তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে
- তুলনামূলক চিত্র প্রদানে সক্ষম এমন উৎসের তথ্যই বিবেচিত হয়
- টিআইবি'র গবেষণালব্ধ কোনো তথ্য বা উপাত্ত সিপিআই- এ অন্তর্ভুক্ত হয় না
- সূচকে অন্তর্ভুক্ত হতে হলে কোনো দেশের কমপক্ষে তিনটি আন্তর্জাতিক জরিপ থাকতে হয়

পদ্ধতি - চলমান

- ১২টি জরিপের সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে টিআই সচিবালয়ের গবেষণা বিভাগ কর্তৃক প্রণীত
- বার্লিনস্থ জার্মান ইনস্টিটিউট অব ইকোনমিক রিসার্চ কর্তৃক স্কোরের যথার্থতা ও নির্ভুলতা নির্ণয়
- গবেষণা পদ্ধতির উৎকর্ষতা নিশ্চিত নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত সূচক পরামর্শক কমিটি:
 ১. কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
 ২. লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সের মেথডোলজি ইনস্টিটিউট
 ৩. লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সের ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট
 ৪. হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল
 ৫. ডাউ জোন্স
 ৬. স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর

সিপিআই ২০১৪ এর ফলাফল

- ০-১০০ স্কেলে এবার বাংলাদেশের স্কোর ২৫; ১৭৫টি দেশের মধ্যে অবস্থানের উচ্চক্রম অনুযায়ী ১৪৫তম এবং নিম্নক্রম অনুযায়ী ১৪তম; ২০১৩ এ বাংলাদেশ উচ্চক্রম অনুযায়ী অবস্থান ছিল ১৩৬তম এবং নিম্নক্রম অনুযায়ী ১৬তম
- এবারের স্কোর গতবছরের তুলনায় ২ পয়েন্ট কম
- নিম্নক্রম অনুযায়ী এবছর ২ ধাপ নিচে (এবছর ১৪তম অবস্থান ও গতবছর ছিল ১৬তম অবস্থানে)
- উচ্চক্রম অনুযায়ী এবছর ৯ ধাপ নিচে

ফলাফল - চলমান

- দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান নিম্নক্রমানুসারে এবারও দ্বিতীয় - আফগানিস্তান ছাড়া অবশিষ্ট পাঁচটি দেশের চেয়ে নিম্নে। এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে প্রথম অবস্থান ভূটানের স্কোর ৬৫ ও অবস্থান ৩০ এবং সর্বনিম্ন অবস্থান আফগানিস্তানের (স্কোর ১২, যা বৈশ্বিকভাবে সুদানের পরে নিম্নক্রমানুসারে তৃতীয়)। সর্বনিম্নে অবস্থান করছে যৌথভাবে উত্তর কোরিয়া ও সোমালিয়া।
- একমাত্র ভূটান ব্যতীত দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলো বৈশ্বিক গড় স্কোর ৪৩ এর তুলনায় অনেক কম স্কোর পেয়েছে।

সিপিআই ২০১৪ - দক্ষিণ এশিয়ার ফল

দেশ	সিপিআই ২০১৪		সিপিআই ২০১৩		সিপিআই ২০১২	
	স্কোর (১০০)	অবস্থান (১৭৫)	স্কোর (১০০)	অবস্থান (১৭৭)	স্কোর (১০০)	অবস্থান (১৭৬)
ভূটান	৬৫↑	৩০	৬৩	৩১	৬৩	৩৩
শ্রীলংকা	৩৮↑	৮৫	৩৭	৯১	৪০	৭৯
ভারত	৩৮↑	৮৫	৩৬	৯৪	৩৬	৯৪
নেপাল	২৯▽	১২৬	৩১	১১৬	২৭	১৩৯
পাকিস্তান	২৯↑	১২৬	২৮	১২৭	২৭	১৩৯
বাংলাদেশ	২৫▽	১৪৫	২৭	১৩৬	২৬	১৪৪
আফগানিস্তান	১২↑	১৭২	৮	১৭৫	৮	১৭৪

উচ্চক্রমানুসারে অবস্থান

ন্যূনতম ৩টি উপাত্ত উৎস না থাকায় মালদ্বীপ ২০১৪
এর সূচকে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।

সিপিআই ২০১৪ ফল - উচ্চ ও নিম্নক্রম

মানের উচ্চক্রম- শীর্ষে অবস্থানকারী			মানের নিম্নক্রম- নিচে অবস্থানকারী		
দেশ	স্কোর	অবস্থান	দেশ	স্কোর	অবস্থান
ডেনমার্ক	৯২	১	সোমালিয়া	৮	১৭৪
নিউজিল্যান্ড	৯১	২	উত্তর কোরিয়া	৮	১৭৪
ফিনল্যান্ড	৮৯	৩	সুদান	১১	১৭৩
সুইডেন	৮৭	৪	আফগানিস্তান	১২	১৭২
নরওয়ে	৮৬	৫	দক্ষিণ সুদান	১৫	১৭১
সুইজারল্যান্ড	৮৬	৫	ইরাক	১৬	১৭০
সিঙ্গাপুর	৮৪	৭	তুর্কমেনিস্তান	১৭	১৬৯
নেদারল্যান্ডস	৮৩	৮	উজবেকিস্তান	১৮	১৬৬
লুক্সেমবুর্গ	৮২	৯	লিবিয়া	১৮	১৬৬
কানাডা	৮১	১০	ইরিত্রিয়া	১৮	১৬৬

উচ্চ ও নিম্ন অবস্থানে - অন্যান্য দেশসমূহ

উচ্চক্রমানুসারে তালিকার উচ্চ পর্যায়ে-

এশিয়া:

হংকং (৭৪/১৭), জাপান (৭৬/১৫),
সংযুক্ত আরব আমিরাত (৭০/২৫),
কাতার (৬৯/২৬)

অন্যান্য:

অস্ট্রেলিয়া (৮০/১১), জার্মানী (৭৯/১২),
আইসল্যান্ড (৭৯/১২), যুক্তরাজ্য
(৭৮/১৪), বেলজিয়াম (৭৬/১৫)

বাংলাদেশের সাথে একই স্কোরপ্রাপ্ত:

গিনি, লাওস, কেনিয়া ও পাপুয়া নিউ
গিনি

বাংলাদেশের নিচে অবস্থানপ্রাপ্ত দেশসমূহ:

সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক,
প্যারাগুয়ে, কঙ্গো, তাজিকিস্তান, শাদ,
কম্বোডিয়া, মায়ানমার, জিম্বাবুয়ে,
বুরুন্ডি, সিরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, হাইতি,
ভেনিজুয়েলা ও ইয়েমেন

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কম স্কোরপ্রাপ্ত দেশসমূহ
হলো: রাশিয়া (২৫), চীন (৩৬), লেবানন
(২৭), নাইজেরিয়া (২৭), ইরান (২৭)

উল্লেখযোগ্য দিক - দুর্নীতি একটি

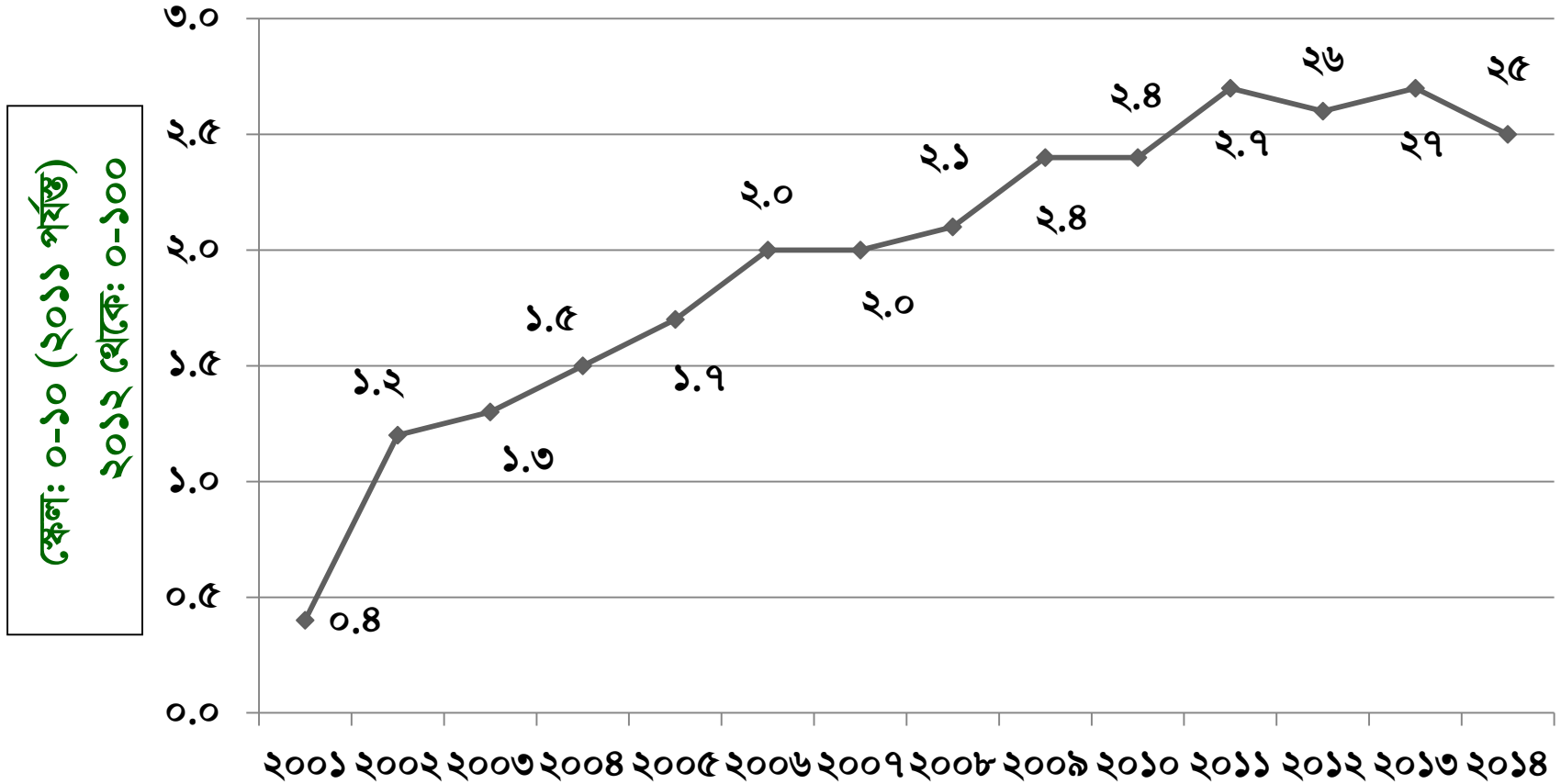
মারাত্মক বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে বিরাজমান

- কোনো দেশই ১০০ স্কোর পায়নি
- ১৭৫টি দেশের মধ্যে ১২১টি (৬৯%) দেশের স্কোর ৫০ এর নিচে। জি-২০ ভুক্ত দেশের ৫৮ শতাংশ ৫০ এর নিচে স্কোর পেয়েছে
- বৈশ্বিক গড় ৪৩ এর কম পেয়েছে ১০৬টি দেশ (৬১%)
- এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের ২৬টি দেশের মধ্যে ১৮টি দেশ বৈশ্বিক গড় ৪৩ এর কম স্কোর পেয়েছে
- ২০১৪ এর সূচকে ৯২টি দেশের স্কোর বেড়েছে
- ৪৭টি দেশের স্কোর অপরিবর্তিত রয়েছে
- বাংলাদেশসহ ৩৬টি দেশের স্কোর নিচে নেমেছে

উল্লেখযোগ্য দিক- বাংলাদেশ

- এবছর বাংলাদেশের স্কোর ১০০ এর মধ্যে ২৫ যা গতবারের তুলনায় ২ পয়েন্ট কম
- ক) উচ্চক্রমানুসারে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৫ যা গতবারের ১৩৬ এর তুলনায় ৯ ধাপ নিচে, এবং খ) নিম্নক্রমানুসারে এবারের অবস্থান ১৪ যা গতবারের তুলনায় ২ ধাপ নিচে
- ২০০১-২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ পরপর পাঁচবার তালিকার নিম্নে অবস্থান করেছে। এরপর ২০০৬ এ তৃতীয়, ২০০৭ এ সপ্তম, ২০০৮ এ দশম, ২০০৯ এ ১৩তম, ২০১০ এ ১২তম, ২০১১ এ ১৩তম, ২০১২ এ ১৩তম ও ২০১৩ এ ১৬তম অবস্থানে ছিল
- স্কোর ও অবস্থান বিবেচনায় বাংলাদেশ উর্ধ্বক্রমের ধারা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে
- দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র আফগানিস্তান ছাড়া বাংলাদেশ এখনও নিম্নক্রমের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে

সিপিআই স্কোর - বাংলাদেশ: ২০০১-২০১৪



নিম্নক্রম অনুসারে: ২০০১-০৫ (সর্বনিম্ন অবস্থান); ২০০৬ (৩য়), ২০০৭ (৭ম), ২০০৮ (১০ম), ২০০৯ (১৩তম), ২০১০ (১২তম), ২০১১ (১৩তম), ২০১২ (১৩তম), ২০১৩ (১৬তম), ২০১৪ (১৪)

বাংলাদেশের অবনতির কারণসমূহ

- দুর্নীতিবিরোধী অঙ্গীকার অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের ঘাটতি
- দুদকের স্বাধীনতা খর্বের উদ্যোগ ও অন্যদিকে দুদকের প্রত্যাশিত সক্রিয়তা ও কার্যকরতার ঘাটতি
- দুর্নীতির ঘটনায় জড়িতদের বিচারের সম্মুখীন করার ঘাটতি যেমন: পদ্মা সেতু, রেলওয়েতে নিয়োগ, শেয়ার বাজার, হলমার্ক, ডেসটিনি, সোনালী ব্যাংক ও অন্যান্য ব্যাংক, রানা প্লাজা, ক্ষমতাবানদের বৈধ আয়ের সাথে সামঞ্জস্যহীন সম্পদ, অস্বীকৃতির মানসিকতা
- ভূমি, নদী ও জলাশয় দখল; ঋণ খেলাপী, ঠিকাদারি ও নিয়োগ ব্যবসা, রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় ব্যবসার প্রসার
- জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা যেমন: জাতীয় সংসদ
- স্বার্থের দ্বন্দ্ব, কালো টাকা সাদা করার সুযোগ ও উচ্চমাত্রায় অবৈধ অর্থের পাচার

করণীয়

- রাজনৈতিক সদিচ্ছাই চাবিকাঠি, ভয় বা করুণার উর্ধে উঠে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ
- প্রাতিষ্ঠানিক এবং নীতিকাঠামো শক্তিশালীকরণ
 - কার্যকর সংসদ
 - দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা ও কার্যকরতা
 - বিচারিক প্রক্রিয়ায় সততা ও আইনের শাসন
 - সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে সততা নিশ্চিত করাসহ দলীয় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা
 - প্রধান প্রধান জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যেমন: দুদক, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, এটর্নি জেনারেলের কার্যালয়, সিএজি, এনবিআর, বাংলাদেশ ব্যাংক
- দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা বৃদ্ধির জন্য সুশীল সমাজসহ সাধারণ নাগরিক, গণমাধ্যম, এনজিও-দের জন্য সক্রিয় ভূমিকা ও তার জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি



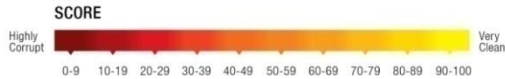
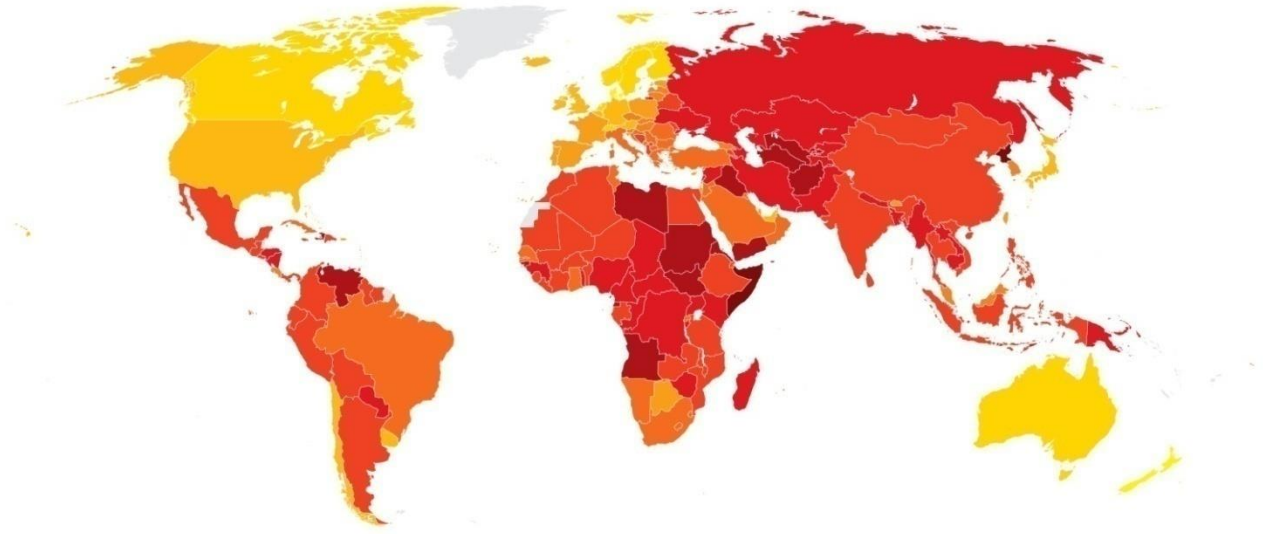
ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন



CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2014

The perceived levels of public sector corruption in 175 countries/territories around the world.



#cpi2014

www.transparency.org/cpi

© 2014 Transparency International. All rights reserved.

ধন্যবাদ

www.transparency.org/cpi, www.ti-bangladesh.org